Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়: কারণ ও করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা আকতার

রোলঃ 23100121694

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়: কারণ ও করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা আকতার

রোলঃ 23100121694

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়: কারণ ও করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহমুদা আকতার, আইডিঃ 23100121694 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়: কারণ ও করণীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মাহমুদা আকতার

আইডিঃ 23100121694

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
পরিবারের পরিচিতি 6
পরিবারের সূচনা 7
পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 8
পারিবারিক জীবনের সুফল 11
উত্তম নারীর বৈশিষ্ট্য 13
নিন্দিত নারী 18
ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব 21
পরিবারে নারীর ভূমিকা 24
সমাজে নারীর ভূমিকা 25
ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণ 26
ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের প্রভাব 28
ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিকার 30
উপসংহার 32
তথ্যসূত্র 33

ভূমিকা

পরিবার মানবসমাজের মূল ভিত্তি। একটি আদর্শ পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম নারীকে জ্ঞান অর্জনের পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে এবং দ্বীনি শিক্ষাকে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ ঘোষণা করেছে। বর্তমান সমাজে ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পরিবারে নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক কলহ, সন্তানদের অধঃপতন এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবার সমাজের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে বহু সারিবিধানের লালন ক্ষেত্র হচ্ছে পারিবারিক জীবন। প্রকৃত ইসলামী পরিবার গঠনের ওপরে ই মূলত নির্ভর করে আমাদের পার্থিব জীবনের ও পরকালীন জীবনের কামিয়াবির সিংহভাগ পারিবারিক জীবনের সূচনা হয় বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে এবং নারী ও একজন পুরুষ যখন তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু করে সাধারণত একটি বর্ধিত পরিবারের একটি শাখা প্রশাখা হিসেবে এর উৎপত্তি ঘটলেও সময়ের ব্যবধানে এবং পর্যায়ক্রমে এর দাম্পত্য জীবন একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে নিজেই মূল হিসেবে আবির্ভূত হয় আবার শাখা প্রশার সৃষ্টি করে। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে এটি এখনো পর্যন্ত প্রাকৃতিক একটি নিয়ম।

পরিবারের পরিচিতি

মা-বাবা থেকে শুরু হয় পরিবারের মূল ভিত্তি। Encyclopaedia-তে পরিবার সম্পর্কে বলা হয়েছে,

The term Family usually refers to a Group of persons related to birth or marriage (ordinarily parents and their children) Who reside in the same household. 'পরিবার' শব্দটি সাধারণত জন্ম বা বিবাহ সম্পর্কিত ব্যক্তিদের (সাধারণত বাবা-মা ও তাদের সন্তানদের) বোঝায়, যারা একই পরিবারের বাস করে'।'

সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ একদল মানুষ, যেমন একজন মাতা, একজন পিতা এবং তাদের সন্তান-সন্ততি'। 'পরিবার' শব্দটি সাধারণত জন্ম বা বিবাহ সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাধারণত বাবা-মা ও তাদের সন্তানদের বোঝায়, যারা একই পরিবারের বাস করে'। পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংস্থা বা সংঘ, যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে।

পরিবারের সূচনা

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) ও প্রথম মানবী হযরত হাওয়া (আঃ)-কে কেন্দ্র করে মানব জাতির প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল জান্নাতে। এই প্রথম পরিবারের সদস্য ছিল মাত্র দু'জন; আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেছিলেন,

يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ-

'হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং সেখান থেকে যা চাও খুশীমনে খাও। কিন্তু তোমরা দু'জন এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' (বাক্বারাহ ২/৩৫)।

মানব জাতি এই প্রথম পরিবারের মাধ্যম দিয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পরিবারের জন্য দো'আ করেছিলেন,

ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم

'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে আপনার আজ্ঞাবহ করুন এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হ'তেও আপনার অনুগত একটা দল সৃষ্টি করুন। আর আপনি আমাদেরকে আমাদের হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি বাৎলে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক তওবা কবুলকারী ও দয়াময়।

পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পরিবার মানব সমাজের মূল ভিত্তি। পারিবারিক জীবন ব্যতিরেকে মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। মানুষের অস্তিত্বের জন্য পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, উন্নতি-অগ্রগতি ইত্যাদি সুষ্ঠু পারিবারিক ব্যবস্থার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। পারিবারিক জীবন অশান্ত ও নড়বড়ে হ'লে, তাতে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিলে সমাজ জীবনে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দানা বেঁধে উঠে। শান্তিপূর্ণ সমাজে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। তাই বলা যায়, পরিবারই হচ্ছে কল্যাণকর সমাজের ভিত্তি। সুতরাং আদর্শ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত আদর্শ পরিবার গঠন। পরিবারের গুরুত্বের বিভিন্ন দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. মানববংশ বৃদ্ধি: পরিবারের মাধ্যমে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ) - وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

'আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ হ'তে রূযী দান করেছেন' (নাহল ১৬/৭২)।

এভাবে রাসূলের উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর উম্মতে মুহাম্মাদীর সংখ্যাধিক্য পরকালে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য গর্বের বিষয় হবে। রাসূল)ছাঃ) বলেন

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

'তোমরা অধিক সোহাগিনী ও অধিক সন্তানদানকারিণী মহিলাকে বিবাহ কর। কারণ আমি ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব'।

খ. মানববংশ সংরক্ষণ পরিবারের মাধ্যমে মানববংশ রক্ষা হয়। সর্বশক্তিমান প্রতিপালক তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন । পরিবারের সদস্যদের মাঝে স্নেহ-মায়া-মমতা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব তৈরী হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে থাকে সুসম্পর্কের সুদৃঢ় সেতুবন্ধন। কারণ সেখানে থাকে পিতামাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, অনেক ক্ষেত্রে দাদা-দাদী, পৌত্র-পৌত্রী ইত্যাদি নানান সম্পর্কের মানুষ। পরিবারে পিতামাতা সন্তানকে শৈশবে লালন-পালন করেন। তেমনি সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পিতামাতাকে দেখাশোনা করে। পৌত্ররাও দাদা-দাদীর সেবাযত্ন করে থাকে। এভাবে একে অপরের মাধ্যমে মানব বংশ রক্ষা হয়। পরিতাপের বিষয় হ'ল, এখন মানুষ বিভিন্ন অযুহাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্ম

নিরোধ করছে। লাইগেশনের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্ম নিরোধ করা হারাম। কেউবা ভ্রূণ হত্যা করে। এসব থেকে বিরত থাকা অতীব যরূরী।

গ. শিক্ষা প্রদান: পরিবারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব শিশুকে সামাজিক ও সুনাগরিক করে গড়ে তোলা এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন শিক্ষা দেওয়া। পরিবারের ধারা ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে শিশুর মনোজগত তৈরী হয় এবং পরিবারে তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। সুতরাং শিশুকে সুষ্ঠু শিক্ষা দিতে পরিবার বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাই পরিবার এক অনন্য শিক্ষাগার। পিতামাতার নিকট থেকে কে শিক্ষা শিক্ষা লাভ করেই সন্তান সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِه أَوْ - يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِه ِ

'প্রত্যেক সন্তানই স্বভাব ধর্মের (ইসলাম) উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়'। সুতরাং পরিবারে যে শিশু সঠিকভাবে গড়ে ওঠে, সে বড় হয়েও সঠিক পথে অবিচল থাকে। পক্ষান্তরে যে শিশু পরিবারে খারাপ শিক্ষা পায়, সে বড় হয়েও খারাপ পথেই চলতে থাকে। এজন্য পিতা-মাতা সন্তানকে আল্লাহভীতি, পরকালীন জবাবদিহিতা, মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য, আল্লাহ্ হক, বান্দার হক, পারস্পরিক সহমর্মিতা শেখানোর চেষ্টা করবেন। এর পাশাপাশি সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিবেন। যাতে তারা নিজেদের অভিভাবকহীন না ভাবে এবং সঠিক তত্ত্বাবধায়নের অভাবে বখে না যায়। পাশাপাশি তাদের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখবেন এবং তাদের সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কেও নযর রাখবেন। যাতে অসৎসঙ্গে সর্বনাশ না হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً- ً

'সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর দৃষ্টান্ত হল, কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরীওয়ালা হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি সুগন্ধ পাবে। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার নিকট হ'তে পাবে দুর্গন্ধ'।

ঘ. শান্তি লাভ ও পারিবারিক মহব্বত সৃষ্টি: পরিবারেই মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে এবং তাদের মধ্যে মহব্বত-ভালবাসা তৈরী হয়।

পারিবারিক জীবন যে শুধু দুনিয়াতেই কল্যাণ বয়ে আনে এবং এ বন্ধন যে কেবল পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, বরং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য এ বন্ধন জান্নাতেও বিদ্যমান থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ،

তা হ'ল স্থায়ী বসবাসের জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে' ।

ঙ. জৈবিক চাহিদা পূরণ ও লজ্জাস্থান হেফাযত পারিবারিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ জৈবিক চাহিদা বৈধ পথে পূরণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে লজ্জাস্থান হেফাযত করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،

'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। আর এই বৈধপন্থায় নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে উভয়ে নৈতিক স্খলন থেকে বেঁচে যায়, পাপাচার থেকে পরিত্রাণ পায় এবং ছওয়াব লাভ করে। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ،

'তোমাদের কারো স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও ছাদাক্বাহ। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ নিজের জৈবিক চাহিদা পূরণ করলেও তাতে ছওয়াব পাবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের অভিমত কি যে, কোন ব্যক্তি যদি হারাম উপায়ে কামভাব চরিতার্থ করে তাহ'লে সে কি গুনাহগার হবে? ঠিক এভাবেই হালাল উপায়ে (স্ত্রীর সাথে) জৈবিক চাহিদা পূরণকারী ছওয়াব পাবে'।

পারিবারিক জীবন যাপন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য: মুমিন বান্দাদের অন্যতম গুণ সুন্দর পারিবারিক জীবন যাপন।

পারিবারিক জীবনের সুফল

পরিবার একটি সার্বজনীন পদ্ধতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের আয়না। সারা বিশ্বে পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। পরিবার একজন মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ-মায়া-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ একেকটি পরিবার বহু হৃদয়ের সমষ্টি; যেখানে আছে জীবনের প্রবাহ, আছে মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, মিলেমিশে থাকার প্রবল বাসনা, আছে নিরাপত্তা, সহনশীলতা এবং পরস্পরকে গ্রহণ করার মানসিকতা।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে ও জাতির নিকটে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ, সমমর্যাদার নিশ্চয়তা এবং বৈষম্যহীন পরিবেশের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও জীবন মান উন্নয়নে পরিবার সমাজের স্তম্ভ ও মৌলিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে থাকে ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দেশনা।

পারিবারিক বন্ধন থেকেই মানব বংশ সম্প্রসারিত হয়েছে। যদি সকল মানুষ পরিবারে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তবে সে পরিবার সমাজে উত্তম ও আদর্শ পরিবার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেখানে বইতে থাকে শান্তির ফল্গুধারা। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে সুখকর ও আনন্দময়।

ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে একটি দেশ বা রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাই ব্যক্তি ভালো হ'লে পরিবার ভালো হবে, পরিবার ভালো হ'লে সমাজ ভাল হবে। আর সমাজ ভালো হ'লে দেশ বা রাষ্ট্র ভালো চলবে। সমাজে এখনো বহু ভালো মানুষ আছেন, যারা প্রকৃতপক্ষেই চান যে, সমাজে ভালো মানুষই থাকুক, মানবরূপী কোন দানব না থাকুক। ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমে পরিবার ঠিক করে ঐসব মানবরূপী দানবদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা এবং মযবৃত করতে হবে পারস্পরিক সম্পর্কের সেতু বন্ধন। এক্ষেত্রে একে অন্যের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সুন্দর পরিবার গঠন ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য।

পরিবার নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি শিশু সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে। শিশুরা পরিবারে যে শিক্ষা পায় বড় হয়ে সে ঐ শিক্ষানুযায়ী চলে। আর পরিবারে একই সঙ্গে মা-বাবা,

ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি মিলেমিশে থাকে। একজনের সুখে অন্যজন আনন্দিত হয় এবং একজনের দুঃখে অন্যজন অশ্রু ঝরায়। এ নিবিড় বন্ধন থাকে কেবল পরিবারের মধ্যে। ফলে সদস্যরা একে অন্যকে নানাভাবে সাহায্য করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরিবারের সদস্যরা যখন আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকবে; স্ত্রী যখন তার অধিকার পূর্ণভাবে লাভ করবে; স্বামী স্ত্রীর নিকট তার অধিকার পাবে, সন্তান পিতা-মাতার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করবে ও তাদের অধিকার পাবে; আত্মীয়-স্বজন যখন পরস্পরের যথাযথ সম্মান-মর্যাদা পাবে, তখন কোন স্ত্রী অধিকারের দাবীতে প্রকাশ্য রাজপথে বের হবে না, কোন স্বামী ভালোবাসা ও সুন্দর জীবন-যাপনের প্রত্যাশায় অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হবে না, কোন সন্তানই পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবে না। বরং পরিবারে সবার মাঝে সুসম্পর্কের কারণে আল্লাহ্র রহমত, অনুগ্রহ-অনুকম্পা বর্ষিত হ'তে থাকবে।

উত্তম নারীর বৈশিষ্ট্য

মুমিনা হওয়ার পরও নারীর মাঝে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে উত্তম স্ত্রী হিসাবে গণ্য হয়, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. সতী-সাধ্বী, অনুগত ও লজ্জাস্থান হেফাযতকারিণী

সেই উত্তম নারী যে সতী-সাধ্বী ও অনুগত এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতেও স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযতকারিণী। আল্লাহ বলেন, **فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ** অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে' (নিসা ৪/৩৪)। আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি হ'ল আল্লাহ্ সাথে সংশ্লিষ্ট। অপরটি স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট গুণ তথা সে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পুরাপুরি মেনে চলে, তাঁর ইবাদত নিয়মিত আদায় করে এবং দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়গুলি পালনে অলসতা করে না।

এসবই আল্লাহ্র অনুগত হওয়ার পরিচায়ক। স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত গুণ তথা স্বামীর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে তার হক আদায় করে এবং তার সন্তানাদি ও সম্পদ হেফাযত করে। আর নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত করে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

، إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করবে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, স্বামীর আনুগত্য করবে তখন জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে'।

নারীর লজ্জাস্থান হেফাযত করা তার সবচেয়ে বড়গুণ। কারণ এর দ্বারা বিপর্যয়-বিশৃংখলার পথ বন্ধ হয়। আর এর অভাবে সংসারে সর্বপ্রকর অনিষ্ট ও অকল্যাণ প্রবেশ করে এবং পাপাচারের পথ উন্মুক্ত হয়। সুতরাং লজ্জাস্থানের হেফাযত নারীর কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য। তাই যে নারী তার নিজের কল্যাণ কামনা করে সে যেন নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর আল্লাহ্ আনুগত্য ও তাঁর ইবাদতে রত থাকে এবং স্বীয় কথা-কর্মের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করে। সেই স্বামীর অনুগত থাকবে এবং নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত করবে ও স্বামীর হক আদায়ে সদা তৎপর থাকবে।

খ. দ্বীন ও ঈমানের কাজে সহযোগী

মুমিন নারী-পুরুষ পরস্পরের সহযোগী হবে। নেকীর কাজে উৎসাহিত করবে এবং পাপের কাজে বাধা দিবে; এটাই হবে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান' (তওবা ৯/৭১)। মুমিনা নারীকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ অভিহিত করা হয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الَّذِينَ يَكْتِرُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أُنْزِلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا أُنْزِلَ. لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ.

ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে না তাদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও' (তওবা ৯/৩৪), এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। কোন কোন ছাহাবী বলেন, এ আয়াতটি সোনা ও রূপার সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কোন সম্পদ উৎকৃষ্ট আমরা তা জানতে পারলে তা জমা করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, উৎকৃষ্ট সম্পদ হ'ল (আল্লাহ তা'আলার) যিকরকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ অন্তর ও ঈমানদার স্ত্রী, যে স্বামীকে দ্বীনদারীর ব্যাপারে সহযোগিতা করে'।

গ. স্বামীর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ না করা

স্বামী-স্ত্রীরমাঝে সংঘটিত কার্যাবলী গোপনীয় বিষয়। তা প্রকাশ করা নির্লজ্জতা। আর একাজের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

'কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় সর্বনিকৃষ্ট হবে ঐ ব্যক্তি, যে স্ত্রীর সাথে যৌন সম্ভোগ করে তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে'। অন্যত্র তিনি বলেন,

لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا. فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ. قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُون.

'হয়তো পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে কৃত কর্মকাণ্ড প্রকাশ করে এবং স্ত্রীও স্বামীর সাথে সংঘটিত কর্ম প্রকাশ করে দেয়। লোকেরা নীরব-নিশ্চুপ থাকল। আম বললাম, আল্লাহ্র কসম! হে আল্লাহ্র রাসূল, নিশ্চয়ই নারী-পুরুষরা এসব করে। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ কর না। কেননা এরূপ কর্ম হচ্ছে শয়তানের কর্মকাণ্ডের ন্যায়। এটা এমন যেন এক শয়তান পুরুষ শয়তান নারীকে রাস্তার ওপর জড়িয়ে ধরে আর মানুষ তা দেখতে থাকে'।

ঘ. সন্তানের প্রতি স্নেহশীলা

সন্তানের প্রতি যত্নশীল ও স্নেহময়ী নারীকে মহানবী (ছাঃ) উত্তম নারী হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, **نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِه.** নারীরা উটে আরোহণকারী সকল নারীদের তুলনায় উত্তম। এরা শিশু সন্তানের উপর অধিক স্নেহশীলা হয়ে থাকে আর স্বামীর সম্পদের প্রতি খুব যত্নবান হয়ে থাকে'।

ঙ. লজ্জাশীলাতা

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। সুতরাং উত্তম নারীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লজ্জাশীলা হওয়া। পক্ষান্তরে যার লজ্জা নেই সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এতদ্ব্যতীত মনে-প্রাণে স্বামীর উপদেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা, স্বামীর সাথে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করা ও উচ্চ শব্দে কথা না বলা, বরং কথাবার্তায় শালীনতা বজায় রাখা, বাকবিতণ্ডা না করা, স্বামীর পিতামাতা ও ভাই-বোনদের প্রতি ইহসান করা ইত্যাদি উত্তম ও গুণবতী নারীদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত।

চ. প্রেম-ভালবাসা বিনিময়কারিণী

স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক বজায় থাকা পরিবারে শান্তি বজায় থাকার অন্যতম শর্ত। এ সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি প্রেমময়ী হওয়া যরূরী। এতে অন্য নারীর প্রতি স্বামীর মনে কখনো কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না এবং তার বিপথগামী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না। আর এ ধরনের নারীর জন্যই জান্নাত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُوْدُ الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: لَا أَذُوقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى-

ছ. স্বামীকে মুগ্ধকারিণী

উত্তম স্ত্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল নিজের প্রতি স্বামীকে আকর্ষিত করার চেষ্টা করা। সেটা কয়েকভাবে হতে পারে। নিজের আকার-আকৃতিকে কেবল স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সুন্দর করা। স্বামীর সামনে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে সর্বদা স্বামীকে নিজের দিকে আকর্ষিত করার চেষ্টা করা। সেই সাথে স্বামী যে ধরনের পোশাক পসন্দ করে সেগুলো পরিধান করা কেবল স্বামীর নযর কাড়ার জন্য। আচার-ব্যবহারে সর্বদা খোশ মেজাযী ও হাসি-খুশী থাকা। কথা-বার্তার ক্ষেত্রে সর্বদা মিষ্টি হাসিতে স্বামীর মন জয় করে নেওয়া। স্বামীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা, তার অনুগত থাকা এবং তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা। এক্ষেত্রে কোন প্রকার গর্ব, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না করা। ঐসব বিষয়ে হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন স্ত্রী উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, যে স্বামীকে আনন্দিত করে যখন সে (স্বামী) তার দিকে তাকায়; যখন সে নির্দেশ দেয়, তা মান্য করে। তার নিজের ও স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর বিরোধিতা করে না'। অর্থাৎ নিজে স্বামীর অপসন্দনীয় কাজ করবে না এবং স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ খরচ করবে না।

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, **أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْه** তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হ'ল, নেককার স্ত্রী। সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়, তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং সে যখন তার থেকে অনপস্থিত থাকে তখন সে তার সতীত ও তার সম্পদের হেফাযত করে।

জ. বিপদাপদে সান্ত্বনা দানকারিণী

মানুষ বিভিন্ন বিপদাপদ ও অসুখ-বিসুখে অনেক সময় মুষড়ে পড়ে। এসময় তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আদর্শ ও গুণবতী স্ত্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বিপদে স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়া ও ধৈর্য ধারণে সাহায্য করা। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, **خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَلُوْدُ الوَدُوْدُ الْمُوَاسِيَةُ الْمُوَاتِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ الله** 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে উত্তম হ'ল যারা প্রেমময়ী, অধিক সন্তান প্রসবকারিণী, সান্ত্বনাদানকারিণী ও (স্বামীর) অনুগতা যখন তারা আল্লাহকে ভয় করে'। ২৪ এক্ষেত্রে প্রথম অহী নাযিলের প্রাক্কালে উম্মুল মুমিনীন খাদীজা (রাঃ) কর্তৃক রাসূল (ছাঃ)-কে প্রদত্ত সান্ত্বনাবাণী বিশেষভাবে স্মরণীয় ও অনুকরণীয়। অনুরূপভাবে উম্মে সুলাইম (রাঃ) কর্তৃক তার স্বামীকে প্রদত্ত সান্ত্বনার

শিক্ষণীয় ঘটনাটি স্মর্তব্য। ঘটনাটি হ'ল এরূপ- তাদের একটি ছেলে মারা গেল। উম্মু সুলাইম পরিবারের সদস্যদের বললেন, আমি না বলা পর্যন্ত তাকে সন্তান মৃত্যুর কথা কেউ বলবে না। আবু তালহা আসলে তার সামনে রাতের খাবার পেশ করলেন। তিনি পানাহার করলেন। এরপর সুসজ্জিত হয়ে নিজেকে স্বামীর কাছে পেশ করলেন। স্বামী আবু তালহা পরিতৃপ্ত হ'লে তাকে এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, কোন সম্প্রদায় যদি কোন দম্পতির নিকট একটি আমানত রাখে, অতঃপর তারা তাদের আমানত
ফেরৎ নিয়ে নেয়, তাহ'লে আপনি সেটা কোন দৃষ্টিতে দেখবেন? তাদের নিষেধ করার কোন অধিকার আপনার আছে কি? আবু তালহা উত্তর দিলেন, না। উম্মে সুলাইম বললেন, আপনার ছেলেকে সেই আমানত গণ্য করুন। তাকে হারানো পুণ্য বিবেচনা করুন। এ ঘটনা অবহিত হয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন **بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتَكُمَا** .. রাতের মিলনে বরকত দান করুন'। এরপর উম্মে সুলাইমের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

ঝ. স্বামীর চাহিদা পূরণকারিণী

গুণবতী স্ত্রী সদা স্বামীর সেবা-যত্ন ও তার সার্বিক চাহিদা পূরণে নিয়োজিত থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, **إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ** - উদ্দেশ্যে ডাকলে সে যেন তার নিকট আসে, যদিও সে চুলার উপর রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে'।

উপরের হাদীছে চুলায় রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যদিও কিছু সম্পদ বিনষ্ট করে হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামীর প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা।

নিন্দিত নারী

মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ।। কিন্তু তাদের বিভিন্ন স্বভাব-প্রকৃতির কারণে কেউ হয় নন্দিত, কেউ হয় নিন্দিত। আমাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যারাও তাদের কিছু অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের কারণে সমাজে নিগৃহীত ও নিন্দিত হয়। পরিবার ও সমাজে তাদের নিয়ে সৃষ্টি হয় নান বিবাদ-বিসম্বাদ, ঘটে যায় বহু বিপর্যয় ও অপ্রীতিকর ঘটনা। ঐসব নিন্দিত নারী থেকে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এভাবে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ، وَمِنْ زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ رِبًا، وَمِنْ مَال يَكُوْنُ عَلَيَّ عَذَابًا، وَمِنْ خَلِيْلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ تَرْعَانِي إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا-

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি মন্দ প্রতিবেশী থেকে; এমন স্ত্রী থেকে যে বার্ধক্য আসার পূর্বেই আমাকে বৃদ্ধ করে দেয়; এমন পুত্র সন্তান থেকে যে আমার উপর মাতব্বরি করে; এমন সম্পদ থেকে যা আমার আযাবের কারণ হয় এবং এমন ধোঁকাবাজ বন্ধু থেকে যার চোখ আমাকে দেখে আর তার অন্তর আমাকে পর্যবেক্ষণ করে। যদি সে ভাল কিছু দেখে, তাহ'লে তা গোপন করে। আর মন্দ কিছু দেখলে তা প্রচার করে'।

এখানে নিন্দনীয় নারীদের কিছু দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা হ'ল-

ক. স্বামীর অবাধ্যতা করা

স্ত্রী স্বামীর অনুগত ও বাধ্যগত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কোন স্ত্রী স্বামীর কথা শুনতে চায় না। স্বামীকে বাধ্য করে তার কথা মত চলতে। কখনো নিজের একরোখা মেজায ও গোঁড়ামির কারণে, কখনও নিজের আর্থিক সচ্ছলতার কারণে, কখনও পিতামাতার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক সচ্ছল অবস্থার কারণে এরূপ হয়ে থাকে। যে কারণেই হোক না কেন স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হ'লে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

খ. বিনা কারণে স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া

কোন কোন মহিলা স্বামীর দুরবস্থার কারণে বা পরপুরুষের প্রতি ঝুঁকে পড়ায় স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে চায় না। ফলে সে স্বামীর কাছে তালাক চায়। অথচ কেবল শারঈ কারণ ব্যতীত কোন মহিলা স্বামীর কাছে তালাক চাইতে পারে না। এরপরেও কোন মহিলা বিনা কারণে তালাক চাইলে, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে।

গ. বেপর্দা চলাফেরা করা

পর্দা ইসলামে ফরয। ছালাত-ছিয়াম পালন না করলে যেমন আল্লাহ্র কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে, তেমনি পর্দা পালন না করলেও আল্লাহ্র কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে। কিন্তু বহু মহিলা পর্দা না মেনে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করে। ফলে তারা ধর্ষণ-অপহরণ ও উত্যক্তকরণের শিকার হয়। এরপরও তারা পর্দা করে না। এদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী, যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি। ১. এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় দীর্ঘ লাঠি থাকবে, যা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। ২. নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর হ'তে পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক মাসের পথের দূরত্ব হ'তে পাওয়া যায়'। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তারা হচ্ছে ঐসব মহিলা যারা পর্দা করে না। বরং নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করে।

ঘ. অন্যকে স্বামীর বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি দানকারিণী

নারী নিজে যেমন স্বামীর সম্পদ হেফাযত করবে, তেমনি নিজের ইয্যত-আব্রুও রক্ষা করবে। সাথে সাথে সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে দিবে না। রাসূল (ছাঃ) বলনা

'স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল ছিয়াম পালন করা বৈধ নয় এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অন্যকে তার গৃহে প্রবেশ করতে দিবে না। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ব্যতীত তার কোন সম্পদ থেকে দান করে, তাহ'লে স্বামী তার অর্ধেক ছওয়াব পাবে'।

ঙ. ব্যভিচারিণী

যেনা-ব্যভিচার এক জঘন্য ও ঘৃণিত পাপাচার। এতে যারা লিপ্ত হয় তারা যেমন সমাজে নিগৃহীত হয়, তেমনি পরকালে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। মুমিন সাধারণত ব্যভিচারী মহিলাকে বিবাহ করবে না। আল্লাহ বলেন,

বিবাহ হারাম করা হয়েছে, যতক্ষণ তারা তওবা না করে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, যদি তওবা করে তাহ'লে উক্ত নারী বা পুরুষের সাথে সাধারণত মুমিন পুরুষ বা নারীর সাথে বিবাহ সিদ্ধ হবে, অন্যথা বৈধনয়।

নারী-পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা আলাদা আকার-আকৃতি ও অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। এটা আল্লাহ্ সৃষ্টি কৌশল। কিন্তু কোন কোন মহিলা চুল ছোট করে এবং পুরুষের পোষাক পরিধান করে পুরুষের বেশ ধারণ করে। পরকালে এদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। 'রাসূল (ছাঃ) সেসব মহিলার উপর অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং সে সকল পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন, যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে'।

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলামে জ্ঞানার্জন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূল ﷺ জ্ঞান অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নারীদের শিক্ষার ব্যাপারেও উৎসাহ প্রদান করেছেন। হাদিসসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ইসলাম নারীদের শিক্ষিত হওয়ার অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি দিয়েছে।

ক. জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"

ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে, ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের যেমন সমান দায়বদ্ধতা রয়েছে, তেমনি দ্বীনি ও জাগতিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও উভয়ের সমান অধিকার ও বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো, স্রষ্টাকে চেনার এবং তাঁর প্রেরিত জীবনব্যবস্থা সঠিকভাবে পালনের পূর্বশর্ত হলো জ্ঞান। সুতরাং, ইসলামে জ্ঞানার্জনকে ঐচ্ছিক কোনো বিষয় হিসেবে নয়, বরং ঈমানের পরিপূরক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই আয়াতের প্রয়োগ অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। একজন নারীকে জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত করার অর্থ হলো তাকে ইসলামের মৌলিক নির্দেশাবলি অনুধাবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। জ্ঞানহীন বা অজ্ঞ মায়ের পক্ষে সন্তানকে সঠিক ইসলামী মূল্যবোধ, সুন্নাহর অনুশীলন এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা দুঃসাধ্য। তাই "ইকরা" বা পড়ার এই ঐশী নির্দেশ নারীদের জন্য সমভাবে এবং অত্যন্ত গভীরভাবে প্রযোজ্য, যা তাদের নিজস্ব আত্মিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি পারিবারিক অবক্ষয় রোধ করে একটি জান্নাতমুখী ও আদর্শ পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ কর

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

অর্থ: বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য দ্বীনি জ্ঞান অপরিহার্য।

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ: যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য দ্বীনি জ্ঞান অপরিহার্য।

এখানে "প্রত্যেক মুসলিম" শব্দটি নারী ও পুরুষ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। তাই ধর্মীয় ও প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষা অর্জন নারীদের জন্যও অপরিহার্য।

খ. নারীদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা

একদল নারী রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন:

"পুরুষরা আপনার কাছ থেকে বেশি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়; আমাদের জন্যও একটি নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করুন।"

তখন রাসূল ﷺ তাদের জন্য আলাদা দিন নির্ধারণ করেন এবং সে দিনে তাদের শিক্ষা দিতেন। এই হাদিস প্রমাণ করে যে নারীদের শিক্ষা লাভের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা সুন্নাহসম্মত।

গ. শিক্ষিত নারী সমাজের কল্যাণের উৎস

রাসূল ﷺ বলেছেন:

"যার তিনটি কন্যা বা তিনজন বোন আছে, আর সে তাদের উত্তমভাবে শিক্ষা দেয়, লালন-পালন করে এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।"

এই হাদিসে কন্যাদের শিক্ষা ও সঠিকভাবে গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ. নারী সাহাবীগণের জ্ঞানচর্চা

রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা বিনতে আবু বকর ছিলেন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিমা। তিনি প্রায় ২,২০০-এরও বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং বহু সাহাবি তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

এটি প্রমাণ করে যে শিক্ষিত নারী সমাজে জ্ঞান, নৈতিকতা ও নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ: জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।

এই হাদিসসমূহ প্রমাণ করে যে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অপরিহার্য।

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

অর্থ: আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

এই হাদিসসমূহ প্রমাণ করে যে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অপরিহার্য।

নারী পরিবার ও সমাজের একটি অপরিহার্য অংশ। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারী শুধু একজন কন্যা, স্ত্রী বা মা নন; তিনি একজন শিক্ষিকা, আদর্শ নির্মাতা এবং সমাজ উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। পরিবার ও সমাজের স্থিতিশীলতা, নৈতিকতা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারে নারীর ভূমিকা

ক. মা হিসেবে

মা সন্তানের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। শিশুর চরিত্র, নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সামাজিক আচরণ গঠনে মায়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। একজন শিক্ষিত ও আদর্শ মা একটি আদর্শ প্রজন্ম গড়ে তুলতে সক্ষম।

খ. স্ত্রী হিসেবে

স্ত্রী স্বামীর জীবনসঙ্গী এবং পরিবারের শান্তি ও স্থিতিশীলতার অন্যতম ভিত্তি। পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে তিনি পরিবারকে সুসংগঠিত রাখেন।

গ. কন্যা হিসেবে

কন্যারা পরিবারের জন্য রহমতস্বরূপ। ইসলামে কন্যাসন্তানের সঠিক লালন-পালন ও শিক্ষাদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সমাজে নারীর ভূমিকা

ক. শিক্ষার প্রসারে

শিক্ষিত নারী একটি শিক্ষিত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক পরিমণ্ডলে জ্ঞান ও সচেতনতা ছড়িয়ে দেন।

খ. নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে

নারীরা সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিকতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সমাজের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ রক্ষায় তাদের অবদান অপরিসীম।

গ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে

যোগ্যতা ও দক্ষতার মাধ্যমে নারীরা শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, ব্যবসা এবং বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছেন।

ঘ. সমাজসেবা ও নেতৃত্বে

ইসলামের ইতিহাসে বহু নারী শিক্ষা, সমাজসেবা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আয়েশা বিনতে আবু বকর জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণ

পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক, আর এই পরিবারকে সুসংগঠিত রাখার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেন নারী। একজন নারী যখন ইসলামি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন, তখন তার নেতিবাচক প্রভাব শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সমগ্র পরিবার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পরিবারে যে অবক্ষয়গুলো সৃষ্টি হয়, তার প্রধান কারণসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

ক. স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা ও পারিবারিক কলহ

দ্বীনি জ্ঞানের অভাবে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞতা সৃষ্টি হয়। ইসলাম স্বামী ও স্ত্রীকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে এবং উভয়ের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। ইসলামি শিক্ষা না থাকলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, কলহ ও পারিবারিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। আল্লামা মুফতি ওসমানীর ‘পারিবারিক কলহ ও প্রতিকার’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশ পারিবারিক অশান্তির মূলে রয়েছে দ্বীনি শিক্ষার অভাব।

খ. সন্তান প্রতিপালন ও চরিত্র গঠনে ব্যর্থতা

মা হলেন সন্তানের প্রথম শিক্ষিকা। একজন মা যদি ইসলামি জ্ঞান না রাখেন, তাহলে সন্তানের মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ, নৈতিকতা ও ইসলামি আদর্শ যথাযথভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। ইসলামি শিক্ষার অভাবে সন্তান প্রতিপালনে ব্যর্থতা দেখা দেয় এবং সন্তান নৈতিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে নতুন প্রজন্ম দ্বীনি মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যায় এবং পরবর্তীতে তাদের মাঝে অবক্ষয় দেখা দেয়।

গ. ইবাদতে অবহেলা এবং হালাল-হারাম সম্পর্কে অজ্ঞতা

ইসলামি শিক্ষার অভাবে অনেক নারী নামাজ, রোজা, পর্দা, পবিত্রতা, হালাল-হারাম এবং অন্যান্য ফরজ বিধান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে পারেন না। ফলে পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ইবাদতের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। পরিবারের মূল চালিকাশক্তি হালাল-হারামের পার্থক্য করতে না পারলে পুরো পরিবারে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

ঘ. অপসংস্কৃতি, পর্দাহীনতা ও মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব

সঠিক দ্বীনি শিক্ষার অভাবে অপসংস্কৃতি ও মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব সহজেই পরিবারে প্রবেশ করে। এর ফলে পর্দাহীনতা ও ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়। নারীরা যখন ইসলামি বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন, তখন তারা পাশ্চাত্য বা ভিনদেশি সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, যা পারিবারিক শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটায়।

ঙ. কুসংস্কার ও বিদআতের বিস্তার

যখন ইসলামি জ্ঞানের অভাব থাকে, তখন মানুষ সহজেই কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং শরিয়তবিরোধী বিভিন্ন প্রথা বা বিদআতের অনুসরণ করতে শুরু করে। শিক্ষিত ও সচেতন নারীই পারেন তার পরিবারকে এসব ভ্রান্ত ধারণা ও শিরক-বিদআত থেকে রক্ষা করতে। জ্ঞানের অভাবেই মূলত পরিবারে এসব অজ্ঞতার চর্চা বৃদ্ধি পায়।

চ. নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাব

ইসলামি শিক্ষা চরিত্র গঠন এবং নৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম। এই শিক্ষার অভাবে পরিবারে মিথ্যা, গীবত, হিংসা, অহংকার এবং অন্যান্য অনৈতিক আচরণের চর্চা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ইসলাম সমাজকল্যাণ, প্রতিবেশীর অধিকার ও মানবসেবার যে শিক্ষা দেয়, দ্বীনি শিক্ষার অভাবে নারীদের মধ্যে সেগুলোর প্রতিও সচেতনতা কমে যায় এবং সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে।

ছ. নিজ অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা

ইসলাম নারীদের শিক্ষা, সম্পদ, উত্তরাধিকার, মর্যাদা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে চমৎকার সব অধিকার দিয়েছে। ইসলামি শিক্ষার অভাবে অনেক নারী নিজেদের এই সম্মানজনক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যান, যা তাদের জীবনে বঞ্চনা ও পারিবারিক সমস্যার সৃষ্টি করে।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামি নারী শিক্ষার অভাব কেবল একজন নারীর নিজস্ব ক্ষতি নয়, বরং এটি একটি আদর্শ পরিবার গঠনের পথে প্রধান অন্তরায়। নারী সুশিক্ষিত না হলে পরিবারের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে পুরো সমাজের অবক্ষয় ডেকে আনে।

ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের প্রভাব

ইসলামী শিক্ষা মানুষের জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত করার শিক্ষা দেয়। একজন নারী যখন ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন, তখন এর প্রভাব শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং পরিবার, সমাজ এবং পরবর্তী প্রজন্মের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কারণ নারী পরিবার গঠনের কেন্দ্রবিন্দু এবং সন্তানের প্রথম শিক্ষিকা।

ক. দ্বীনি জ্ঞানের অভাবে ইবাদতে অবহেলা

ইসলামী শিক্ষার অভাবে অনেক নারী নামাজ, রোজা, পর্দা, পবিত্রতা, হালাল-হারাম এবং অন্যান্য ফরজ বিধান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে পারেন না। ফলে পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ইবাদতের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়।

খ. সন্তানদের ইসলামী শিক্ষার ঘাটতি

মা সন্তানের প্রথম শিক্ষিকা। একজন মা যদি ইসলামী জ্ঞান না রাখেন, তাহলে সন্তানের মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ, নৈতিকতা ও ইসলামী আদর্শ যথাযথভাবে গড়ে তোলা কঠিন হয়ে যায়। এর ফলে নতুন প্রজন্ম দ্বীনি মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যেতে পারে।

গ. পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি

ইসলামী শিক্ষা মানুষকে ধৈর্য, সহনশীলতা, পারস্পরিক সম্মান এবং দায়িত্ববোধ শিক্ষা দেয়। এসব শিক্ষার অভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, কলহ ও পারিবারিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

ঘ. নৈতিক অবক্ষয়

ইসলামী শিক্ষা চরিত্র গঠন এবং নৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম। এর অভাবে মিথ্যা, গীবত, হিংসা, অহংকার এবং অন্যান্য অনৈতিক আচরণ সমাজে বৃদ্ধি পেতে পারে।

ঙ. কুসংস্কার ও বিদআতের বিস্তার

যখন ইসলামী জ্ঞানের অভাব থাকে, তখন মানুষ সহজেই কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং শরিয়তবিরোধী বিভিন্ন প্রথার অনুসরণ করতে পারে। শিক্ষিত ও সচেতন নারী পরিবারকে এসব ভ্রান্ত ধারণা থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

চ. সন্তানদের চরিত্র গঠনে দুর্বলতা

একজন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মা সন্তানকে সততা, তাকওয়া, শালীনতা এবং মানবিক মূল্যবোধ শেখাতে পারেন। কিন্তু এ শিক্ষার অভাব হলে সন্তানের চরিত্র গঠনে ঘাটতি দেখা দিতে পারে, যা পরবর্তীতে সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হয়।

ছ. সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাব

ইসলাম সমাজকল্যাণ, প্রতিবেশীর অধিকার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং মানবসেবার শিক্ষা দেয়। ইসলামী শিক্ষার অভাবে এসব বিষয়ে সচেতনতা কমে যায় এবং সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে।

জ. নারী অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা

ইসলাম নারীদের শিক্ষা, সম্পদ, উত্তরাধিকার, মর্যাদা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছে। ইসলামী শিক্ষার অভাবে অনেক নারী নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যান, যা পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিকার

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি সমস্যার কার্যকর সমাধান প্রদান করেছে। নারী শিক্ষার অভাব থেকে সৃষ্ট পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয় দূর করার জন্য ইসলাম জ্ঞানার্জন, নৈতিক শিক্ষা, পারিবারিক দায়িত্ববোধ এবং দ্বীনি সচেতনতার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।

ক. নারী শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করা

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞানার্জনকে অপরিহার্য মনে করে। তাই নারীদের জন্য দ্বীনি ও প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা অবক্ষয় প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান উপায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।"

এই নির্দেশনা নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

খ. পরিবারে ইসলামী শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা

প্রতিটি পরিবারে কুরআন তিলাওয়াত, হাদিস অধ্যয়ন, ইসলামী আলোচনা এবং নৈতিক শিক্ষার চর্চা থাকা উচিত। এতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আল্লাহভীতি, দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়।

গ. সন্তানদের ইসলামী মূল্যবোধে গড়ে তোলা

মা-বাবার দায়িত্ব হলো সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই কুরআন, সুন্নাহ, নৈতিকতা ও আদব-আখলাক শিক্ষা দেওয়া। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান হয়ে গড়ে উঠবে।

ঘ. নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা জোরদার করা

শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, বরং সততা, আমানতদারি, শালীনতা, ধৈর্য ও মানবিকতার মতো গুণাবলির শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। ইসলামে উত্তম চরিত্রকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার চরিত্র সর্বোত্তম।"

ঙ. কুসংস্কার ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি

কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান প্রচারের মাধ্যমে সমাজ থেকে কুসংস্কার, বিদআত এবং অন্ধবিশ্বাস দূর করতে হবে। সত্য জ্ঞানের প্রসারই অজ্ঞতার প্রতিকার।

চ. নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

ইসলাম নারীদের শিক্ষা, সম্পদ, উত্তরাধিকার এবং সামাজিক মর্যাদার অধিকার দিয়েছে। এসব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করলে নারীরা নিজেদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে অবগত হবেন এবং সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

ছ. দাওয়াত ও সামাজিক সংস্কার কার্যক্রম বৃদ্ধি

মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে নারী ও পরিবারের জন্য ইসলামী শিক্ষা কর্মসূচি, আলোচনা সভা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে দ্বীনি সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

জ. আদর্শ নারী ব্যক্তিত্ব অনুসরণ

মুসলিম নারীদের উচিত আয়েশা (র)ও ফাতেমা (র)এবং অন্যান্য সাহাবিয়াদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। তাঁদের জ্ঞান, তাকওয়া ও চরিত্র বর্তমান সমাজের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

উপসংহার

পরিবার মানবসমাজের মূল ভিত্তি এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত, যার সূচনা হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) ও প্রথম মানবী হযরত হাওয়া (আঃ)-কে কেন্দ্র করে। মানববংশ সংরক্ষণ ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার এই প্রধান মাধ্যমে একজন নারী বিশেষভাবে মা, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইসলাম নারীকে জ্ঞান অর্জনের পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে এবং দ্বীনি শিক্ষাকে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ ঘোষণা করেছে, কারণ একজন মা সন্তানের প্রথম শিক্ষিকা হওয়ায় তাঁর নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ শিশুর চরিত্র গঠনে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

বর্তমান সমাজে ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পরিবার ও সমাজে চরম নৈতিক অবক্ষয় এবং বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বীনি জ্ঞানের অভাবে নারীরা ইবাদতে অবহেলা, নামাজ ও পর্দা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং হালাল-হারামের পার্থক্য নির্ধারণে ব্যর্থ হচ্ছেন। এর ফলে শুধু পারিবারিক কলহ বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তিই বাড়ছে না, বরং মিথ্যা, অহংকার ও গীবতের মতো অনৈতিক আচরণ সমাজে বিস্তার লাভ করছে। জ্ঞানহীন মায়ের পক্ষে সন্তানকে সঠিক ইসলামী মূল্যবোধ ও সুন্নাহর অনুশীলন শেখানো দুঃসাধ্য হওয়ায় নতুন প্রজন্ম দ্বীনি মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং সমাজে সহজেই কুসংস্কার, বিদআত ও অন্ধবিশ্বাসের প্রসার ঘটছে। উপরন্তু, শিক্ষার অভাবে নারীরা নিজেদের সম্মানজনক ইসলামী অধিকার সম্পর্কেও অজ্ঞ থেকে যাচ্ছেন।

এই পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে ইসলাম অত্যন্ত কার্যকর সমাধান প্রদান করেছে, যার প্রধান পদক্ষেপ হলো নারীদের জন্য দ্বীনি ও জাগতিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। পরিবারে কুরআন তিলাওয়াত, হাদিস অধ্যয়ন এবং ইসলামী আলোচনার মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান হয়ে গড়ে ওঠে। এছাড়া, বর্তমান সমাজের নারীদের উচিত হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ)-এর মতো আদর্শ সাহাবিয়াদের জ্ঞান, তাকওয়া ও চরিত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষিত নারীই একটি সুশিক্ষিত সমাজ গঠনের চালিকাশক্তি; তাই কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং নারী শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমেই কেবল পারিবারিক অবক্ষয় দূর করে একটি জান্নাতমুখী ও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব।

তথ্যসূত্র

1. আল-কুরআনুল কারিম
2. সহিহ বুখারি
3. সহিহ মুসলিম
4. সুনানে ইবনে মাজাহ
5. আল্লামা মুফতি ওসমানী — পারিবারিক কলহ ও প্রতিকার
6. ডক্টর কাবিরুল ইসলাম — ইসলামী পরিবার গঠনের উপায়